মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যাঃ ০১**
প্রতিবেদনাধীন বছরঃ ২০১৮-১৯ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ** ০১-০৭-২০১৯

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
বিআইডব্লিউটিএ (মোট পদ সংখ্যা)	৪,৬৬০	৪,০৫৫	৬০৫	--	--
মোট	**৪,৬৬০**	**৪,০৫৫**	**৬০৫**	**--**	**--**

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	২৮	৩২	১২৫	৪২০	৬০৫

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয় ।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রযোজ্য নয় ।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০	৬৬	৮৬	১৯	২৪৮	২৬৭	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান/চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন				৫২	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ					

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান/চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
				১৫	

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বিআইডব্লিউটিএ	২৫৭	৭৪০.৮৪	–	৩২	২৮.২৩	২২৫	৭১২.৬১
সর্বমোট		২৫৭	৭৪০.৮৪	–	৩২	২৮.২৩	২২৫	৭১২.৬১

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
ক) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা =১৮ খ) ১ লা জুলাই ২০১৮ ইং হতে ৩০ শে জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত মামলার সংখ্যা=১৬ সর্বমোট মামলার সংখ্যা=৩৪	-	১৬	১	১৭	১৭

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
২	২৫	-	২৭	২৮

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৬৬	২৩২

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না?

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
০১	২৩

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯২	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	-	-

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ
(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি

১) দপ্তরের নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

দপ্তরের ঠিকানাঃ বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ছবি

ওয়েবসাইটঃ www.biwta.gov.bd
ই-মেইলঃ info@biwta.gov.bd
মোবাইলঃ ০১৯৬৮-৩৯০০০৫
টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৫৬১৫১-৫৫
ফ্যাক্সঃ ৯৫৫১০৭২

৩। দপ্তরের পরিচিতিঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সনের ১৮ নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ শুরু হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়রম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

৪। ভিশনঃ দক্ষ ও নিরাপদ নৌ-পরিবহন নেটওয়ার্ক সৃজনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়ন।

মিশনঃ নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, যাত্রী ও পণ্যের সহজ ও নিরাপদ ওঠানামার সুবিধা প্রদান, অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের সঙ্গে সমন্বিতভাবে একটি বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৫। দপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

কার্যাবলী (Function)

- নৌপথ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনাসহ নৌ-পরিচালনের সুবির্ধাথে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন।
- নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং জোয়ার-ভাটার চার্ট প্রকাশনা ।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন । নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশ্য মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, খাঁড়ি ও খাল খনন।
- বিদ্যমান নদী বন্দর ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনাসহ নৌ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও যাত্রী মালামাল পরিবহনে নতুন নদী বন্দর ও লঞ্চ ঘাট স্থাপন । নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট সমূহে পিলার, জেটি, অবতরণ স্থান, ঘাট, ডক, কি (Quay), মুরিং (mooring) ওয়ার্ফ (wharf), টার্মিনাল, নোঙর (anchorage), পিয়ার, বার্থ (birth) বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান ।

- নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের যাত্রী ও মালামালের ভাড়া নির্ধারণ, যাত্রীবাহী নৌ-যানের সময়সূচী অনুমোদন।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত নৌ-যান উদ্ধার।
- অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।
- নৌ-কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌপথের পাইলটেজ সুবিধা প্রদান।
- নৌ-পথ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি ও নিরাপদ পণ্য পরিবহন নিশ্চিতকরণ।
- ঘাট/পয়েন্ট ইজারা
- কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের তথ্যাদি
- কঞ্জারভেন্সী ফি গ্রহণ
- ঠিকাদার নিবন্ধীকরণ ও নবায়ন
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পণ্য সরবরাহের জন্য নতুন তালিকাভুক্তিকরণ ও নবায়ন।
- জোয়ার-ভাটার উপাত্ত সরবরাহ, হাইড্রোগ্রাফিক ম্যাপ/চার্ট জোয়ার-ভাটা বই ও অন্যান্য প্রকাশনা সরবরাহ এবং তৃতীয় পক্ষের জরিপ কাজ সম্পন্নকরণ।
- PIWT & T এর আওতায় প্রতিষ্ঠানিক তালিকাভুক্তি।
- নৌ-যানের ভয়েজের অনুমতি।
- ভয়েজের মেয়াদ বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের অনুমতি।
- নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান (ব্রীজ, বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণ/কেবল/পাইপ লাইন)।
- পণ্যবাহী নৌ-যানের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামালের তথ্যাদি/পরিসংখ্যান সরবরাহ।
- পাইলটেজ সার্ভিস।
- জাহাজ ও পন্টুন ভাড়া।
- নিমজ্জিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান উদ্ধার।
- নৌ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রেরণ।
- মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নমিনী, পোষ্যদের বেনাভোলেন্ড ফান্ড, অনুদান অর্থ পরিশোধ এবং কর্মচারীদের হিতৈষী তহবিল পরিচালনা ইত্যাদি
- পেনশন ভাতা, চুড়ান্ত পাওনা/আনুতোষিক, সিপিএফ, বেনাভোলেন্ড ফান্ড ইত্যাদি

৬। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের জনবল সংশিষ্ট তথ্য (জুন ২০১৯)

শ্রেনী/গ্রেড	অনুমোদিত পদেরসংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা		
			সরাসরি	পদোন্নতি	মোট
১ম শ্রেণী (গ্রেড-০২-০৯)	**৩৩৬**	**২৮০**	**২৮**	**২৮**	**৫৬**
২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	**৩০০**	**২৬৫**	**৩২**	**০৩**	**৩৫**
৩য় শ্রেণী (গ্রেড-০৯, ১০, ১১-১৬)	**১,৬৮৪**	**১,৩৩৪**	**১১৪**	**২৩৬**	**৩৫০**
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৭-২০)	**২৩৪০**	**১,৮২৫**	**৪৪৩**	**৭২**	**৫১৫**
মোট=	**৪,৬৬০**	**৩,৭০৪**	**৬১৭**	**৩৩৯**	**৯৫৬**

৭। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

বন্দর বিভাগঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের মাধ্যমে ৪০৫ টি ঘাট/পয়েন্ট/ টোল ষ্টেশন ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘাট/পয়েন্ট/টোল ষ্টেশন সমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র ৭৫,২৭,৫২,০০০/-(পচাঁত্তর কোটি সাতাশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা রাজস্ব খাতে অর্জিত হয়।

উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যঃ ঢাকা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-৩৫০৩/০৯ এর আদেশ অনুযায়ী ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বুড়িগঙ্গা/তুরাগ/শীতলক্ষা নদী সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের সার সংক্ষেপঃ

তারিখ	উচ্ছেদকৃত স্থাপনা	উদ্ধারকৃত তীরভূমি	জরিমানা	নিলাম	মন্তব্য
ঢাকা নদী বন্দর	৪৪৬৪টি	১০৬.৫০ একর	৫,৮৫,০০০/-	৬,৯০,১৪,৪০০/-	মামলার কারণে ১৫টি স্থাপনা উচেছদ করা সম্ভব হয়নি।
নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর	৭৭৫ টি	৩৯.১০ একর	২১,২১,০০০/-	১,৭৪,২৪,০০০/-	
মোটঃ	**৫২৩৯ টি**	**১৪৫.৬০**	**২৭,০৬,০০০/-**	**৮,৬৪,৩৮,৪০০/-**	

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকাঃ অভ্যন্তরীন নৌপথে চলাচলকারী যাত্রীবাহী নৌযানের রুট-পারমিট/সময়সূচী অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন(ভাড়া ও সময়) অনুমোদন বিধি-১৯৭০ জারী আছে। উক্ত বিধি যুগোপযুগী ও আধুনিকায়নের নিমিত্তে বিধিটি সংশোধন এবং নতুন কিছু ধারা সংযোজন করে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ''বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯'' নামে গেজেট প্রাক-প্রকাশ জারী হয়েছে। উক্ত প্রাক-প্রকাশ গেজেটটি চূড়ান্ত গেজেট রুপে প্রকাশের জন্য মতামত প্রদান করে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

ক্রঃনং	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ
১.	**নৌপথে চলাচলের জন্য পর্যটকদের সুবিধা প্রদান**	অভ্যন্তরীন ও উপকূলীয় নৌপথে পর্যটকদের যাতাযাতের সুবিধার্থে সরকার তথা বিআইডব্লিউটিএ বিভিন্ন নদী বন্দরে সুবিধাদি বৃদ্ধি করেছে এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন নৌযান সংযোজন করেছে। টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌপথে পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে শান্ত সময়ে চলাচলের নিমিত্তে যাত্রিবাহী ৬টি নৌযানের অনুকূলে রুট পারমিট/ সময়সূচী প্রদান করা হয়েছে এবং যাত্রি সাধারনের নৌযানের উঠা-নামার জন্য অস্থায়ী সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পর্যটকদের জন্য কক্সবাজারস্থ নুনিয়াছড়া-মহেশখালী নৌপথে যাত্রিবাহী ১টি নৌযান চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
২.	**অভ্যন্তরীণ নৌপথে দুর্ঘটনা রোধকল্পে** Vessel Strom Shelter **নির্মাণ**	অভ্যন্তরীণ নৌপথে দুর্ঘটনা রোধকল্পে দূর্যোগকালীন সময়/ কালবৈশাখী মৌসুমে নৌযান সমূহের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৬টি Vessel Strom Shelter নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করা হলে অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী নৌযান সমূহ দুর্যোগকালীন সময়ে উক্ত কেন্দ্র সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে নৌ-দুর্ঘটনার হার অনেকাংশে কমে যাবে।
৩.	**অভ্যন্তরীণ নৌপথে যোগাযোগের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নৌযান অমন্তর্ভূক্ত করণ**	ঢাকা-চরফ্যাশন, ঢাকা-পটুয়াখালী, ঢাকা-বরগুনা, ঢাকা-বরিশাল নৌপথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বেশ কয়েকটি নতুন যাত্রীবাহী লঞ্চের রুট পারমিট/ সময়সূচী অনুমোদন করা হয়েছে। মাওয়া (শিমুলিয়া) নদী বন্দর হতে চলাচলকারী ৮৭টি লঞ্চের মধ্যে ছোট এবং ঝুঁকিপূর্ণ বেশ কিছু লঞ্চকে পরিবর্তন করে তদস্থলে অপেক্ষাকৃত বড় ও আধুনিক সুবিধা সম্বলিত লঞ্চের সময়সূচী জারী করা হয়েছে। ফলে যাত্রী সাধারণ নৌপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।
৪.	**যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরনের নিমিত্তে গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর সমূহে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু।**	অভ্যন্তরীন নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে সকল নদী বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাটগুলোতে পরিবহন পরিদর্শক, বার্দিং সারেং, ট্রাফিক সুপারভাইজার পদায়নের মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ফলে দুর্ঘটনা শুন্যের কোটায় নেমে এসেছে।
৫.	**নৌপথে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং কর্যক্রম শুরু।**	অভ্যন্তরীন নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে ঢাকা-বরিশাল ঢাকা-বরগুনা এবং ঢাকা-পটুয়াখালী নৌপথে কিছু লঞ্চের ই-টিকেটিং কার্যক্রম শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নৌপথের নৌযানেও ই-টিকেটিং কার্যক্রম শুরু করা হবে।
৬.	**অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রি সাধারনের যাতায়াতের সুবিধার্থে নতুন নৌপথের সৃষ্টি।**	মোংলা হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পাটুরিয়া/ দৌলতদিয়া হতে পাকশী পর্যন্ত নৌপথ খননের মাধ্যমে নতুন দিগমেত্মর উন্মোচন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট পাটুরিয়া/ দৌলতদিয়া-ধাওয়াপাড়া ফেরীঘাট (জৌকুড়া, রাজবাড়ী)-নাজিরগঞ্জ (পাবনা) ফেরীঘাট- লালন শাহ লঞ্চঘাট (কুষ্টিয়া) - পাকশী ব্রীজ পর্যন্ত নৌপথ সমূহে লঞ্চ পরিচালনার নিমিত্তে রুট পারমিট/সময়সূচী গ্রহণের লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ' বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও আরোও কিছু পরিত্যাক্ত নৌপথে নাব্যতা ফিরে আনার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজিং বিভাগ কাজ করছে। এ সকল নৌপথে নৌযান পরিচালনার জন্য কোন আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর হতে সংশিস্নষ্ট নৌযানের অনুকূলে রেজিষ্ট্রেশন ও সার্ভে সনদ প্রাপ্ত হইয়া বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) আবেদন করলে অত্র কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন (সময় ও ভাড়া সূচী) বিধি-১৯৭০ অনুযায়ী রুট পারমিট/ সময়সূচী প্রদান করবে।

সার্ভে ও উন্নয়ন শাখাঃ

ক্রঃনং	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নৌ-নিট্রা বিভাগের সার্ভে ও উন্নয়ন শাখা কর্তৃক অনুমোদিত নিমোণাক্ত নৌ-পথ সমূহে ও-ডি/ট্রাফিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।		
০১.	BIWTA Ordenance- 1958 এর Functions-১৫(vii) অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ট্রাফিক সার্ভে করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ এর ক্ষমতা । যথাযথ কর্তৃপক্ষেরঅনুমোদনক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিমেণাক্ত ১৭টি নৌ-পথে ও-ডি সার্ভে করা হয়েছেঃ		
	নৌ-পথের নাম	জরিপ কাল	দপ্তর আদেশ ও তারিখ
১.১	কুমিরা-গুপ্তছড়া	২৮/০৯/২০১৮-০৫/১০/২০১৮	১৫৪৯/২০১৮ তাঃ ১৬/০৯/২০১৮ইং
১.২	ঢাকা-কালাইয়া-ঢাকা	২৫/১০/২০১৮-০১/১১/২০১৮	১৭৭৫/২০১৮ তাঃ ১৭/১০/২০১৮ ইং
১.৩	ঢাকা বেতুয়া-ঢাকা	০৮/১১/২০১৮-১৫/১১/২০১৮	১৮৭৯/২০১৮ তাঃ ০১/১১/২০১৮ ইং
১.৪	ঢাকা-রায়েন্দা-ঢাকা	২৯/১১/২০১৮-০৫/১২/২০১৮	১৯৯২/২০১৮ তাঃ ১৯/১১/২০১৮ ইং
১.৫	মাওয়া কাঁঠালবাড়ি-মাওয়া-মাঝিকান্দি	১০/১২/২০১৮-১৫/১২/২০১৮	২১৯৯/২০১৮ তাঃ ০৯/১২/২০১৮ ইং
১.৬	খুলনা-নোয়াপাড়া	১৭/১২/২০১৮-২৪/১২/২০১৮	২১৪৬/২০১৮ তাঃ ০২/১২/২০১৮ ইং
১.৭	ঢাকা-বাকেরগঞ্জ-ঢাকা	০১/০১/২০১৯-০৮/০১/২০১৯	২৩৯৪/২০১৮ তাঃ ২৭/১২/২০১৮ ইং
১.৮	ঢাকা-মুলাদী-ঢাকা	১৪/০১/২০১৯-২১/০১/২০১৯	১২৩/২০১৯ তাঃ ০৮/০১/২০১৯ইং
১.৯	ঢাকা-ডামুড্যা-ঢাকা	২৮/০১/২০১৯-০৪/০২/২০১৯	২৪১/২০১৯ তাঃ ২৩/০১/২০১৯ ইং
১.১০	সুনামগঞ্জ টেকেরঘাট (তাহেরপুর)	০৮/০২/২০১৯-১৫/০২/২০১৯	২৯৮/২০১৯ তাঃ ০৪/০২/২০১৯ ইং
১.১১	তুরাগ ও বালু নদী	২২/০২/২০১৯-০১/০৩/২০১৯	৪৩৭/২০১৯ তাঃ ২০/০২/২০১৯ ইং
১.১২	কক্সবাজার নদী বন্দর নিয়ন্ত্রনাধীন বাকখালি, মহেশখালি	১১/০৩/২০১৯-১৮/০৩/২০১৯	৫২৮/২০১৯ তাঃ ০৭/০৩/২০১৯ ইং
১.১৩	ঢাকা নদী বন্দর নিয়ন্ত্রিত গুদারাঘাট সমূহ	২৮/০৩/২০১৯-০৪/০৪/১৯	৬২৩/২০১৯ তাঃ ২৫/০৩/২০১৯ইং
১.১৪	ছাতক নদী বন্দর	১৫/০৪/২০১৯-২২/০৪/১৯	৭৪২/২০১৯ তাঃ ০৯/০৪/২০১৯ইং
১.১৫	নরসিংদী ও ভৈরব নদী বন্দর	২৯/০৪/২০১৯-০২/০৫/১৯ এবং ২৩/০৫/১৯-২৬/০৫/১৯	৮২৪/২০১৯ তাঃ ২৪/০৪/১৯ ও ২০/০৫/১৯ইং
১.১৬	ঢাকা-ওয়াপদা ভায়া সুরেশ্বর	১৩/০৫/১৯-১৪/০৫/১৯	৯১৫/২০১৯ তাঃ ০৯/০৫/২০১৯ইং
১.১৭	জকিগঞ্জ-ছাতক	১৮/০৬/১৯-২৫/০৬/১৯	১১১৩/২০১৯ তাঃ ১৩/০৬/১৯

বৈদেশিক পরিবহন শাখাঃ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারনের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুসরণে ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWTT)স্বাক্ষরিত হয়। আলোচ্য প্রটোকলটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অদ্যবধি কার্যকর আছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) এবং ভারত সরকারের পক্ষে Inland Waterways Authourity of India (IWAI) উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করে। বিআইডব্লিউটিএ এর নৌ-নিট্রা বিভাগের বৈদেশিক পরিবহন শাখার মাধ্যমে PIWTT এর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক পরিবহন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

০১। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান PIWTT এর আওতায় সিরাজগঞ্জ-দৈখাওয়া ও আশুগঞ্জ-জকিগঞ্জ নৌ-পথে ভারতীয় জাহাজসমূহ নির্বিঘ্নে চলাচলের নিমিত্ত সংরক্ষণ চার্জ বাবদ ভারত সরকার কর্তৃক বৎসরে মোট-১০/-(দশ) কোটি টাকা হতে নাবিকগণের জাহাজে উঠা-নামাসহ নানাবিধ সমস্যা সমাধানে জকিগঞ্জ ও চিলমারী Entry/Exit Point এ ২টি (দুই)Pilot house নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

০২। PIWTT এর আওতাধীন স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রটোকল রুট নং ৫-৬ এর অংশ বিশেষ গোদাগাড়ী-ধুলিয়ান নৌ-পথ চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে BIWTA ও IWAI এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে যৌথ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। কমিটি কর্তৃক সার্ভে সম্পন্ন শেষে অচিরেই রুটটি চালু হবে মর্মে আশা করা যায়।

০৩। PIWTT এর আওতায় আশুগঞ্জ Transshipment পয়েন্টে নিয়মিতভাবে Transshipment কার্যক্রম চালুর পর জুলাই ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আশুগঞ্জ বন্দরে Transshipment এর মাধ্যমে নৌ-যান দ্বারা ০৬(ছয়) টি ট্রিপে প্রায় ৯,২৭৭ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

০৪। PIWTT এর আওতায় আশুগঞ্জ-জকিগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ-দৈখাওয়া নৌ-রুটদ্বয় সংরক্ষণ ও সারা বছর ২.৫ মিটার LAD বজায় রাখার জন্য ১৮তম Standing Committee ও নৌ-সচিব পর্যায়ের সভায় সিদ্ধান্তনুসারে ৮০% অর্থ ভারত সরকার ও ২০% অর্থ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে। এ লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে ০৪/০৩/২০১৮ তারিখ একটি আন্তর্জাতিক মানের টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে। আশুগঞ্জ-জকিগঞ্জ নৌ-পথে ৩১/০৩/২০১৯ তারিখ হতে ড্রেজিং কাজ চলমান আছে।

০৫। PIWTT এর আওতায় বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা জুলাই ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩৩০০ টি ট্রিপের বিপরীতে পাইলটেজ কুপন ও ভয়েজ ফি বাবাদ মোট ১,৬১,৭০,০০০/-(এক কোটি একষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার)টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় নৌ-যান চলাচল করায় উক্ত সময়ে কর্তৃপক্ষ পাইলটেজ ফি বাবদ ১,৩৭,৬০০/-(এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত)টাকা রাজস্ব আয় করেছে। এছাড়াও বার্দিং চার্জ, ল্যান্ডিং শিপিং চার্জ (এল.এস.সি.) ও কঞ্জারভেন্সী চার্জ সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে আদায় করা হয়েছে।

০৬। PIWTT এর আওতায় প্রটোকলের কার্যক্রম আরো বেগবান তথা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উভয় দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী নৌ-যান বা পর্যটন জাহাজ সেবা চালুর লক্ষ্যে Passenser and Cruise services on the Costal and Protocol route নামে স্বাক্ষরিত একটি MOU আওতায় বাংলাদেশী জাহাজ এম. ভি. মধুমতি এবং ভারতীয় জাহাজ আর.ভি. বেঙ্গল গঙ্গা শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে ২৯/০৩/২০১৯ তারিখ হতে উভয় দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে ভারতীয় অপর একটি জাহাজ এম.ভি. মহাবাহ ভারতের গোহাটি হতে বাংলাদেশের নৌ-পথ ব্যবহার করে কোলকাতা পর্যন্ত চলাচল করেছে।

০৭। বাংলাদেশ এবং ভূটানের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি MOU স্বাক্ষারিত হয়েছে এবং SOP প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৮। বিদ্যামান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌ-যানের বর্তমান অনুপাত ৯৯:০১। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে PIWTT এর আওতায় বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ২৬,২৩,৭৭৭ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় নৌ-যান দ্বারা ৭৮,৭৯৪ অর্থাৎ মেট ২৭,০২,৫৭১ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

প্রকৌশল বিভাগঃ

- চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপের যোগাযোগের সুবিধার্থে সন্দ্বীপ চ্যানেলে ১০৬৭ মিটার দীর্ঘ আরসিসি জেটি নির্মাণ;
- বি-বাড়ীয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় ট্রানশিপমেন্ট পয়েন্ট হতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের গোল চত্বর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ;
- হরিণা-আলুবাজার ফেরী রুটে আলুবাজার ফেরী টার্মিনাল হতে ফেরীঘাট অভিমূখী বিকল্প সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- বালাশী ও বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট নির্মাণ:
- মাদারীপুর শীপ পার্সোনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন;
- বরিশাল DPTC এর এক তলা হোটেল ভবন দ্বিতলকরন কাজ;
- খুলনা নদী বন্দরে কী এলাকায় ১৩০ ফুট পাইলিং পুনঃনির্মান;
- টেকনাফে নাফ নদীর পর্যটক ঘাটে আর সি সি পিলার দিয়ে ২২০ ফুট জেটি নির্মান কাজ:
- কক্সবাজার ৬ নং ঘাটে জেটি নির্মান কাজ;
- **চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন রামচন্দ্রপুর লঞ্চঘাটে ষ্টীল জেটি ও ষ্টীল স্পাড নির্মাণসহ স্থাপন কাজ।**
- **চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন এখলাছপুর লঞ্চঘাটে ষ্টীল জেটি ও ষ্টীল স্পাড নির্মানসহ স্থাপন কাজ।**
- **নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের আওতাধীন খানপুর অফিসার্স কোয়াটার এর ক্ষতিগ্রস্থ বাউন্ডারী ওয়াল পুনঃনির্মান কাজ।**
- শিমুলিয়া (মাওয়া) স্পীডবোটঘাট মাঝিকান্দি এবং নড়িয়া যাত্রীদের জন্য একটি জেটি নির্মাণ কাজ।
- শিমুলিয়া (মাওয়া) লঞ্চঘাটে ৪টি জেটি ও ৮টি স্পাড স্থাপন কাজ।
- নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের আওতাধীন খান গোডাউন এলাকায় গভীর নলকুপ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।
- ঢাকা সদরঘাটে ওয়াইজঘাট এলাকায় যাত্রী ও যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য পার্কিং ইয়ার্ড নির্মান কাজ।
- কক্সবাজার জেলার আওতাধীন টেকনাফ উপজেলার টেকনাফ নদী বন্দরের জন্য এম.এস স্পাড নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।
- বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মিরেরহাট লঞ্চঘাটে জেটি নির্মাণ ও ২টি ৩০´ ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।

ড্রেজিং বিভাগঃ

সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজঃ

ক্রঃ নং	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)		অগ্রগতি (লক্ষ ঘন মিটার)		মোট অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)
	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	
০১	৯১.৮০	৭৭.৬০	৭৪.০১	৬৫.৬২	১৩৯.৬৩

উন্নয়ন ড্রেজিংকাজঃ

ক্রঃ নং	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষঘনমিটার)		অগ্রগতি (লক্ষ ঘন মিটার)		মোট অগ্রগতি (লক্ষ ঘন মিটার)
	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	
০১	২৬.৫০	২৬৭.৯৫	২৪.৪৩	২৫৪.৪১	২৭৮.৮৪

অভ্যন্তরীণ ফেরী/নৌপথে সারা বছর ফেরী, লঞ্চ, কার্গো ইত্যাদি জাহাজ নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নাব্যতা সংরক্ষনের জন্য নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজে সারা দেশের নদী সমূহে বিআইডব্লিউটিএ সহ বেসরকারী ড্রেজারের মাধ্যমে ১৩৯.৬৩ লক্ষ ঘন মিটার খনন কার্য সম্পন্ন হয়। অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে ৫৩ টি নৌপথ খনন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়ে ২৪ টি), ১২ টি নদী খনন প্রকল্প, "মোংলা হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশি পর্যন্ত নৌ রুটের নাব্যতা উন্নয়ন প্রকল্প", পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, পুনর্ভবা ও তুলাই ড্রেজিং প্রকল্প এবং বালাশী ও বাহাদুরবাদ ফেরী ঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে নদীর নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কার্যক্রম চলামান রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ সালে ২৭৮.৮৪ লক্ষ ঘন মিটার উন্নয়ন ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ড্রেজিং কার্যক্রমের বিস্তারিত এতদসংঙ্গে সংযুক্ত করা হলোঃ (কপি সংযুক্ত)

২০১৮-২০১৯ সালে বিআইডব্লিউটিএ'র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ড্রেজিং এর লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

তারিখঃ ০১/০৭/২০১৯ইং

ক্রঃ নং	খনন এলাকা	নদীর নাম	সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)		
			বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার দ্বারা	বেসরকারী ড্রেজার দ্বারা	মোট	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার দ্বারা	বেসরকারী ড্রেজার দ্বারা	মোট
(ক) সংরক্ষন ড্রেজিং ঃ								
১।	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরী/নৌ-রুট	পদ্মা	১৪.০০	৭.০০	২১.০০	১৩.৯৫	৭.০১	২০.৯৬
২।	শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি ফেরীরুট ও ফেরীঘাট এলাকা	পদ্মা	২৫.০০	৯.০০	৩৪.০০	২৫.১৩	৯.০৫	৩৪.১৮

৩।	হরিনা-আলুবাজার ফেরী/নৌ-পথ এলাকা	মেঘনা, সুরমা	২.০০	৩.০০	৫.০০	০.৯৫	২.১৬	৩.১১
৪।	লাহারহাট-ভেদুরিয়া নৌ-পথ	তেতুলিয়া, কালাবদর	৪.০০	৩.০০	৭.০০	০.৯২	২.৯৫	৩.৮৭
৫।	ভোলা-লক্ষীপুর ফেরীরুট ও ফেরীঘাট এলাকা	মেঘনা	৩.৫০	৩.০০	৬.৫০	৩.৪০	২.৯৬	৬.৩৬
৬।	মংলা-ঘাসিয়াখালী চ্যানেল	এম-জি চ্যানেল, কুমারখালী	১.৫০	২৮.০০	২৯.৫০	১.৩১	২৭.৩৮	২৮.৬৯
৭।	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌ-পথ	যমুনা,হুরাসাগর,বড়াল	১০.০০		১০.০০	৯.২৮		৯.২৮
৮।	ঢাকা-বরিশাল নৌ-রুট (শেওড়ানালা,মিয়ারচর ও বরিশাল বন্দর এলাকা)	মেঘনা,আড়িয়াল খাঁ, কীত্তনখোলা	৩.০০	৩.০০	৬.০০	২.৯৩		২.৯৩
৯।	বরিশাল-নাজিরপুর-লালমোহন নৌ-রুট	তেতুলিয়া ও লালমোহর	১.৫০		১.৫০	১.৩৫		১.৩৫
১০।	ঢাকা-দুর্গাপাশা-(কারখানা)-বগা-ঝিলনা-পটুয়াখালী-গলাচিপা-খেপুপাড়া	লোহালিয়া	০.৫০	১.৬০	২.১০	০.৭৮	১.৫২	২.৩০
১১।	মিরকাদিম বন্দর হতে তালতলা এলাকা	ইছামতি	৩.০০		৩.০০	০.৯৬		০.৯৬
১৩।	লাঙ্গলবন্দর এলাকা	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	০.৫০		০.৫০			
১২।	ভৈরব-চামড়াঘাট-মিঠামউন নৌ-পথ	সুরমা	৩.০০		৩.০০	২.৫৮		২.৫৮
১৫।	ঢাকা-ভান্ডারিয়া নৌ-পথ (বানারীপাড়া)	পোনা,সন্ধ্যা	১.০০		১.০০	০.৪৬		০.৪৬
১৩।	টগরা ফেরী রুট	কচা নদী	০.৫০		০.৫০	০.৪২		০.৪২
১৭।	গজারিয়া মায়া ফেরী ঘাট	মেঘনা	০.৩০		০.৩০	০.২২		০.২২
১৪।	পটুয়াখালী বন্দর এলাকা ও পটুয়াখালী-আমতলী নৌ-পথ	লোহালিয়া ও লাউকাঠি	২.০০	২.০০	৪.০০	১.৭১	১.৮০	৩.৫১
১৫।	মাদারীপুর-মোস্তফাপুর-টেকের হাট নৌ-পথ	কুমার ও লোয়ার কুমার নদী	১.০০	২.০০	৩.০০		১.২১	১.২১
২৫।	মাদারীপুর লঞ্চঘাটের বিপরীত পার্শ্বের এলাকা	আড়িয়াল খা	১.০০	২.০০	৩.০০		০.৭৩	০.৭৩
১৬।	ঢাকা- বরগুনা বন্দর	খাগদোন	২.০০	২.০০	৪.০০	০.২৩	২.০৬	২.২৯
২৭।	ফতুল্লা হতে বসিলা নৌ-পথ	বুড়িগঙ্গা	১.০০	৩.০০	৪.০০			০.০০
১৭।	সি এন্ড বি ঘাট	যমুনা	৩.০০		৩.০০	২.৮৬		২.৮৬
১৮।	ঢাকা কালদিয়া তেতুলিয়া নদীর সংযোগস্থল	কালাবদর, তেঁতুলিয়া	২.০০		২.০০			
৩০।	ঢাকা সৌলা বদর টুনি	মেঘনা	১.০০		১.০০			
১৯।	বরিশাল - পাতারহাট	মেঘনা	২.৫০		২.৫০	২.৩০		২.৩০
৩৪।	খুলনা - মংলা-আংটিহারা নৌ-পথ	শিবসা		৩.০০	৩.০০		১.১৬	১.১৬
২০।	খুলনা - সাতক্ষীরা নৌ-পথ	পশুর, শিবসা	০.৫০		০.৫০	০.২৪		০.২৪
২১।	ঢাকা-তুষখালী (তুষখালী নালা ঢোকার মুখে)	সুগন্ধ্যা	১.০০		১.০০	০.৬৫		০.৬৫
২২।	ঘোড়াশাল নৌ-পথ	শীতলক্ষ্যা		২.০০	২.০০		১.৮৬	১.৮৬
২৩।	বাউশিয়া-দাউদকান্দি-গোমতি ফেরীরুট	গোমতি	১.৫০		১.৫০	১.৩৮		১.৩৮
২৪।	সদরঘাট-আশুলিয়া-টঙ্গি নৌ-পথ	তুরাগ নদী		৩.০০	৩.০০		২.৮০	২.৮০
২৫।	শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার গজনী অবকাশ কেন্দ্রের লেক খনন	গজনী লেক		১.০০	১.০০		০.৯৭	০.৯৭
উপ-মোট (ক)			**৯১.৮০**	**৭৭.৬০**	**১৬৯.৪০**	**৭৪.০১**	**৬৫.৬২**	**১৩৯.৬৩**

(খ) উন্নয়ন ড্রেজিংঃ

(১) ১২(বার) টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের খনন প্রকল্প

১।	মাদারীপুর-কবিরাজপুর-চৌধুরীহাট নৌ-পথ							
	(ক) ডহুরী-তালতলা	তালতলা খাল		১.০০	১.০০		০.৮৭	০.৮৭
	(খ) জাজিরা-মাদারীপুর	আড়িয়ালখাঁ		৮.০০	৮.০০		৫.৫৯	৫.৫৯
	(গ) মাদারীপুর-কবিরাজপুর-পিয়াজখালী	আড়িয়ালখাঁ	৬.০০	৩.০০	৯.০০	৬.০২	২.৭৮	৮.৮০
২।	নারায়নগঞ্জ-দাউদকান্দি নৌ-পথ	মেঘনা, গোমতী	২.৫০		২.৫০	২.৪৯		২.৪৯
৩।	সুরেশ্বর-আংগারিয়া-মাদারীপুর নৌ-পথ	পদ্মা, পালং		০.৩০	০.৩০		০.২৮	০.২৮
৪।	সদরঘাট-বিরুলিয়া নৌ-পথ	তুরাগ নদী,বুড়িগঙ্গা	২.০০	৪.০০	৬.০০	১.৮২	৩.২৭	৫.০৯
৫।	হুলারহাট-চরচাপিল-গোপালগঞ্জ	কালিগঙ্গা, মধুমতি	০.৮০	২.০০	২.৮০		১.৯৬	১.৯৬
৬।	ডেমড়া-ঘোড়াশাল-পলাশ-টোক-কটিয়াদি নৌ-পথ	শীতলক্ষ্যা	০.৭০	৫.০০	৫.৭০	০.১০	৪.৫৬	৪.৬৬
উপ-মোট - ১			**১২.০০**	**২৩.৩০**	**৩৫.৩০**	**১০.৪৩**	**১৯.৩১**	**২৯.৭৪**

ক্রঃ নং	খনন এলাকা	নদীর নাম	সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)		
			বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার দ্বারা	বেসরকারী ড্রেজার দ্বারা	মোট	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার দ্বারা	বেসরকারী ড্রেজার দ্বারা	মোট
(২) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি নৌ-রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় ২৪টি নৌ-পথ) প্রকল্প ঃ								
১।	ভৈরববাজার-লিপসা-ছাতক-সিলেট নৌ-পথ	সুরমা		৪.০০	৪.০০		৩.৫৩	৩.৫৩
২।	দূর্লভপুর হতে লাওয়াঘর নৌ- পথ	যাদুকাটা		১৫.০০	১৫.০০		১৫.৯০	১৫.৯০
৩।	সিনধিয়া ঘাট-ভাঙ্গা নৌ-পথ	কুমার		৩.০০	৩.০০		২.৩৫	২.৩৫
৪।	হাজরাপুর-জাবরা নৌ-পথ	ধলেশ্বরী		৭.০০	৭.০০		৬.৬৮	৬.৬৮
৫।	মনুমুখ-মৌলভী বাজার	মনুমুখ		৮.০০	৮.০০		৫.৫৬	৫.৫৬
৬।	নরসিংদী-সলিমগঞ্জ-বাঞ্ছারামপুর নৌ-পথ	তিতাস নদী	১৩.০০		১৩.০০	১১.৭০		১১.৭০
৭।	দাউদকান্দি-হোমনা-রামকৃষ্ণ নৌ-পথ	তিতাস নদী		১২.০০	১২.০০		১১.০৬	১১.০৬
৮।	কটিয়াদী-ভৈরব নৌ-পথ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র		১৩.১০	১৩.১০		১৩.০৩	১৩.০৩
৯।	গাগলাজোড়-মোহনগঞ্জ নৌ-পথ	কংসা		৬.৫০	৬.৫০		৬.১৩	৬.১৩
১০।	দিলালপুর-চামরাঘাট-নিকলি-নেত্রোকোনা নৌ-পথ	বাউলাই, সুরমা ও মগরা		৬.৫০	৬.৫০		৬.১৪	৬.১৪
১১।	চিত্রি-নবিগর-গোকর্নঘাট-কুটিবাড়ি নৌ-পথ	মেঘনা, পাগলা, বুড়ি		৪.৫০	৪.৫০		৪.৩৮	৪.৩৮
১২।	ছাতক-ভোলাগঞ্জ	নতুন নদী		১০.০০	১০.০০		৯.৯৫	৯.৯৫
১৩।	চাদপুর-ইচুলী-হাজিগঞ্জ	ডাকাতিয়া		৪.০০	৪.০০		৩.৮৩	৩.৮৩
১৪।	চট্রগ্রাম-কক্সবাজার নৌ রুট	বাঁকখালী নদী		৩.৫০	৩.৫০		৩.০৬	৩.০৬
১৫।	খুলনা-নোয়াপাড়া	ভৈরব		৫.০০	৫.০০	১.০০	৪.০৭	৫.০৭
১৬।	পঞ্চগড়-দিনাজপুর-সিরাজগঞ্জ	আত্রাই		১২.০০	১২.০০		১১.১৯	১১.১৯
১৭।	শ্রীপুর-ভোলা-গঙ্গাপুর নৌ-পথ	ভোলা নদী		৪.০০	৪.০০		৩.৫৬	৩.৫৬
১৮।	টরকী-হোসনাবাদ-ফাঁসিয়াতলা	পালরদি		৯.০০	৯.০০		৮.৪৪	৮.৪৪

১৯।	মিরপুর-সাভার-কর্নতলা নৌ-পথ	কর্ণতলী		০.৬৫	০.৬৫		০.৫৭	০.৫৭
২০।	সৈয়দপুর-বান্দুরা নৌ-পথ	ইছামতী নদী		০.১০	০.১০		০.০৬	০.০৬
২১।	মেঘনা- লাঙ্গলবন্দ নৌ-পথ	ব্রহ্মপুত্র নদ	১.৫০		১.৫০	১.৩০		১.৩০
২২।	মোহনগঞ্জ হতে নালিতাবাড়ি নৌ-পথ	বোগাই কংস নদী		২.০০	২.০০		১.৯২	১.৯২
২৩।	দুধ কুমার নৌ-পথ	দুধ কুমার নদী		১.৫০	১.৫০		১.৪৪	১.৪৪
		উপ-মোট - ২	**১৪.৫০**	**১৩১.৩৫**	**১৪৫.৮৫**	**১৪.০০**	**১২২.৮৬**	**১৩৬.৮৬**
(৩) মোংলা হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশি পর্যন্ত নৌ-রুটের নাব্যতা উন্নয়ন ঃ-								
১।	পদ্মা নদীর দৌলতদিয়া হতে-রুপপুর নৌ-পথ	পদ্মা, মেঘনা, মিয়ার চর,পাবনা,ভেরামারা	০.০০	৮৩.০০	৮৩.০০	০.০০	৮০.১০	৮০.১০
		উপ-মোট - ৩	**০.০০**	**৮৩.০০**	**৮৩.০০**	**০.০০**	**৮০.১০**	**৮০.১০**
(৪) বালাশী ও বাহাদুরবাদে ফেরীঘাটসহ আনুষাঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ ঃ-								
১।	বালাশী ও বাহাদুরবাদে ফেরীঘাট	যমুনা নদী		২৮.০০	২৮.০০		২৭.৫১	২৭.৫১
		উপ-মোট - ৪		২৮.০০	২৮.০০		২৭.৫১	২৭.৫১
(৫) পুরাতন ব্রহ্মপুত্র,ধরলা,পুর্নভবা ও তুলাই ড্রেজিং প্রকল্প ঃ-								
১।	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র		০.৮০	০.৮০		০.৮০	০.৮০
		উপ-মোট - ৫		**০.৮০**	**০.৮০**		**০.৮০**	**০.৮০**
(৬) প্রোটোকল রুটের ড্রেজিং কাজ ঃ-								
১।	ভৈরব-জকিগঞ্জ ভায়া নৌ-পথ	কুশিয়ারা নদী	০.০০	০.৫০	০.৫০		০.৩৯	০.৩৯
		উপ-মোট - ৬	০.০০	০.৫০	০.৫০		**০.৩৯**	**০.৩৯**
		উপ-মোট খ (১+২+৩+৪+৫+৬)	**২৬.৫০**	**২৬৬.৯৫**	**২৯৩.৪৫**	**২৪.৪৩**	**২৫০.৯৭**	**২৭৫.৪০**
		সর্বমোট =	**১১৮.৩০**	**৩৪৪.৫৫**	**৪৬২.৮৫**	**৯৮.৪৪**	**৩১৬.৫৯**	**৪১৫.০২**

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমঃ

"৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি ড্রেজারসহ ১৬১ টি জলযান সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে ।

এছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জুন'১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যয়

(ক)	"১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ " শীর্ষক প্রকল্পঃ	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষার্থে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার বহরের বার্ষিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ক্রমবর্ধমান ড্রেজিং চাহিদা মিটানো।	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৪৫৬০.২২ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ঃ ৭০৫০৪.৯৯	১৭১৮.৯৯
(খ)	"২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পঃ	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণসহ ক্রমবর্ধমান ড্রেজিং চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার বহরের ড্রেজিং ক্ষমতা ২৩২.৫০ লক্ষ ঘনমিটার বৃদ্ধি করা।	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২০৪৭৯৯.৮৭ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ঃ ১৩৭৯৩৬.৬৩	৩৫৪৯৭.২০
(গ)	"৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ১০০টি নদী খনন করে প্রায় ৮০০০ কিঃ মিঃ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-রুট ও ফেরী রুটসমূহে সারা বছর ফেরী, লঞ্চ, কার্গো ভেসেল ও অন্যান্য নৌ-যান নির্বিঘ্নে চলাচলের উপযোগী করা এবং ক্রমবর্ধমান ড্রেজিং চাহিদার মিটানোর লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৪৮৯০৩.৪২ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ঃ ৪০.৮৩	৪০.৮৩

উল্লখ্যে, ২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০টি ড্রেজার ও ৩০টি জলযান এবং "১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০ টি জলযান সংগৃহীত হয়েছে।

নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ

নৌ-সওপ বিভাগের অধিনে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নৌ-পথে স্থাপনের জন্য সংগৃহীত স্থায়ী নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি বিবরণঃ

বিভিন্ন নৌ-পথে স্থাপনের জন্য ৩৫টি শ্যাকেল চেইন (১৮ এমএম ডায়া), ৬১ টি শ্যাকেল (২৮ এমএম ডায়া), ৩৫টি শ্যাকেল চেইন (৩০ এমএম ডায়া), ২০ টি ব্রাইডেল চেইন (৩০ এম এম ডায়া) , ২৮ টি ব্রাইডেল চেইন (২৮ এম এম ডায়া), ৫০০টি আরসিসি পিসিপোল, ১১০০ বর্গমিটার স্কচলিষ্ট পেপার, ৭৬ কয়েল এফ এস তার (২৪ এম এম ডায়া), ১৩ কয়েল এফ এস তার (২২ এম এম ডায়া), ৭ কয়েল এফ এস তার (১৮ এম এম ডায়া) সংগ্রহ করা হয়েছে।	নৌ-সওপ বিভাগের ০৭টি শাখার অধিনে প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার নৌ-পথে উল্লেখিত নৌ-সহায়ক যন্তপাতি স্থাপনের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নৌ-সওপ বিভাগের অধিনে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন ঘাটের পন্টুন মেরামত ও পন্টুন স্থাপনের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	পন্টুন মেরামত	বিভিন্ন ঘাটে পন্টুন স্থাপন	মন্তব্য
০১।	২০১৮-২০১৯	২১৩ টি	যাত্রী সাধারনের নিরাপদে লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ২১৩ টি পন্টুন ঘাটে রেখে ক্ষুদ্র/মাঝারী মেরামত করে সংশ্লিষ্ট ঘাটে পুনঃস্থাপন/প্রতিস্থাপন	এতে করে যাত্রী সাধারণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে লঞ্চে

			করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে ০৭ টি নতুন পন্টুন নির্মান পূর্বক ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে ।	উঠা-নামা করে থাকেন।

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগঃ

পন্টুন সংগ্রহ ও মেরামতঃ

১। বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ঢাকা নদী বন্দরের সদরঘাট খেয়াঘাটের জন্য ২(দুই)টি ছোট আকৃতির পন্টুন (এসপি) (48'×24'×3') এবং বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ঢাকা নদী বন্দরের তেলঘাট খেয়াঘাটের জন্য ২(দুই)টি ছোট আকৃতির পন্টুন (এসপি) (48'×24'×3') নির্মাণ কাজ শেষে ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে।

২। বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের রাংগামাটি জেলার ঠেগামুখ বন্দরের জন্য একটি মাঝারী আকৃতির পন্টুন (এমপি) (১৯.৫২মি.×৮.৫০মি.×১.৫২মি.) নির্মাণ কাজ শেষে ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে।

৩। বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের টেকনাফ নদী বন্দরের দমদমিয়া ঘাটের জন্য ১(এক)টি টার্মিনাল পন্টুন (100'×25'×7') এবং বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের টেকনাফ নদী বন্দরের কেয়ারীঘাটের জন্য ১(এক)টি টার্মিনাল পন্টুন (100'×25'×7') নির্মাণ কাজ শেষে ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে।

৪। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪১ টি পন্টুনের বড় ধরণের (ডকিং) কাজ করা হয়েছে যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	পন্টুনের ধরন	পন্টুনের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ফ্ল্যাট	০১ টি	
২.	বড় আকৃতির পন্টুন (এলপি)	০১ টি	
৩.	টার্মিনাল পন্টুন(টিপি)	১২টি	
৪.	মিডিয়াম পন্টুন (এমপি)	০৭টি	
৫.	ছোট আকৃতির পন্টুন (এসপি)	২০টি	
	সর্বমোট	**৪১টি**	

৫। **"**Feasibility Study for Procurement of 2 (Two) High power Salvage vessels with allied facilities, Different Types of 61(Sixty One) Service Vessels including 6 (Six) River cleaning vessels & Different types of 132(One Hundred Thirty Two) Pontoons for BIWTA**"** শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি, বুয়েট কর্তৃক প্রকল্পের Inception Report দাখিল করা হয়েছে এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। "আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পণ্যঃ ০১ এর আওতায় ৪৫টি বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুনের (১০০´× ৩২´× ৭.৫´) এবং পণ্যঃ ০২ এর আওতায় ০৫টি বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুনের (১২০´× ৩৫´× ৭.৫´) ই-জিপিতে দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে স্পাড, গ্যাংওয়ে, আরসিসি র‍্যাম্প, স্টীল জেটি, বোলার্ড, স্লোপ প্রটেকশন প্রভৃতি পূর্ত স্থাপনাদি নির্মানের দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মেরামত ও সংরক্ষন-জাহাজঃ

১.বাঅনৌপক-ধ্রুবতারা জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।

২. বাঅনৌপক-তিস্তা জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।

৩. বাঅনৌপক- এ্যারিচ ওয়ার্কবোটটি ডকিং করে আন্ডার ওয়াটার অংশ, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার চিপিং, স্ক্রাপিং করতঃ রং করন, ক্ষতিগ্রস্ত এ্যালুমিনিয়াম প্লেট নবায়ন সহ বিবিধ মেরামত কাজ।

৪. বাঅনৌপক-এ্যাকর্ড ওর্য়াকবোটটি ডকিং করে আন্ডার ওয়াটার অংশ, ডকে, সুপারষ্ট্রাকচার, চিপিং, স্ক্যাপিং করতঃ রংকরণ, ক্ষতগ্রিস্থ এ্যালুমনিয়িাম প্লেট নবায়নসহ প্রপালশান ইউনটি এর বিবিধ মেরামত কাজ

খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ- জাহাজঃ

১. বাঅনৌপক-তিতাস জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ।
২. বাঅনৌপক-অগ্রগামী ও অগ্রগতি জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের জন্য ০৪ টি Crank Shaft সংগ্রহ কাজ।
৩. বাঅনৌপক-অগ্রণী জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।
৪. বাঅনৌপক-অগ্রপথিক জাহাজের ডান মেইন ইঞ্জিন ও ডান জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ মেজর ওভারহোলিং কাজ।
৫. বাঅনৌপক-একর্ড, আম্বর, আরগুজ ও কনক ওয়ার্কবোটের মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।
৬. বাঅনৌপক- উদ্ধারকারী নির্ভীক জাহাজের ট্রান্সমিটার লোডসেল, ডিএলসি, এলসি মডিউল, ডিএ কনভার্টার, রিসিভার লোডসেল, এবং এডি কনভার্টার সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।
৭. বাঅনৌপ-র্কতৃপক্ষরে এ্যাজাইল ওর্য়াকবোটের ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।
৮. বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের স্পীড বোট-৪ এর ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং ও বিবিধ মেরামত কাজ|
৯. বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের এ্যারিচ ওয়ার্কবোটের ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং-এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং এবং বিবিধ মেরামত কাজ
১০. বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের স্পীড বোট-৬ এর মেজর ওভারহোলিং ও ডেকের বিবিধ মেরামত কাজ
১১. দুরন্ত জাহাজের ইঞ্জিন রুমের জন্য ০১(এক) সেট এয়ার কম্প্রেসার নন-রিটার্ন ভাল্ব সাকশান ও ডেলিভারী ভাল্ব সংগ্রহ করতঃ ফিটিং ফিক্সিং ও কমিশনিং কাজ।
১২. হামজা জাহাজের হাইপ্রেসার এয়ার কম্প্রেসার ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।
১৩. বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের স্পীড বোট-২ এর ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং, গিয়ার বক্স মেরামত, ডেক এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ

হাইড্রোগ্রাফি বিভাগঃ

জরিপ শাখা ঃ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত জরিপ কাজ ঃ

ক্রমিক নং	জরিপ এলাকা	প্রকল্পের নাম
১।	মোহাম্মদপুর ব্রীজ হতে আমতলী	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
২।	সিরাজগঞ্জ হতে নুনখাওয়া	ঐ
৩।	ভৈরব-কটিয়াদি নৌ-রুট	ঐ
৪।	চিত্রা-নবীনগর-গোকর্ণঘাট	ঐ
৫।	জাজিরা এলাকা	১২ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
৬।	মিরকাদিম এলাকা	ঐ
৭।	ডহুরী হতে বালিরটেক	ঐ
৮।	তাসতিপুর এলাকা	ঐ
৯।	টোক হতে ড্রেনেরঘাট এলাকা	ঐ
১০।	সুরেশ্বর-আঙ্গারিয়া নৌ-রুট	ঐ
১১।	কালকিনি-হোসনাবাদ-টরকী নৌ-রুট	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
১২।	পাতিল ঝাপ এলাকা	ঐ
১৩।	সোনাকান্দা হতে সৈয়দপুর এলাকা	ঐ
১৪।	লক্ষীরচর হতে আলুবাজার	১২ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
১৫।	নিকলি হতে নেত্রকোনা	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
১৬।	আমিন বাজার হতে আশুলিয়া	ঐ

১৭।	ঘাগলাজোর হতে বাউসিয়া	ঐ
১৮।	খুলনা হতে নোয়াপাড়া	ঐ
১৯।	দাউদকান্দি ব্রীজ এলাকা	১২ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
২০।	চাঁদপুর-ইচুলি-হাজিগঞ্জ নৌ-রুট	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ
২১।	বিজি মাউথ হতে তুলশিখালী ব্রীজ	২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণঃ

চলমান প্রকল্পসমূহ: বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি (সর্বশেষ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্প সমূহের উদ্দেশ্য
১।	১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)	*৭৪৫৬০.২২*	জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৯ (জুন ২০২০ প্রস্তাবিত)	৭০৫০৪.৯৯ (৯৪.৫৬%)	অভ্যন্তরীন নৌপথে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নৌপথের উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং নাব্যতা রক্ষায় প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
২।	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের খনন	৫০৮৪৬	অক্টোবর ২০১১ - জুন ২০১৯ (জুন ২০২০ প্রস্তাবিত)	৩৯৩৪৭.৭৭ (৭৭.৩৮%)	
৩।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ) (১ম সংশোধিত)	১৯২৩০০	জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৯	১০০৭৮৬.৬২ (৫২.৪১%)	
৪।	শীপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর	৫৯০৩.৩২	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৯ (জুন ২০২০ প্রস্তাবিত)	৫১৯৪.৯১ (৮৭.৯৯%)	
৫।	২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	২০৪৭৯৯.৮৭	জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯ (জুন ২০২১ প্রস্তাবিত)	১৩৭৯৩৯.০৭ (৬৭.৩৫%)	
৬।	কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস বিকন স্টেশন আধুনিকীকরণ	২৪১২.৩৫	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯ (জুন ২০২০ প্রস্তাবিত)	৪৪৩.২৪ (১৮.৩৭%)	
৭।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)	৩২০০০০	জুলাই-২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৪	১৫২৫.১১ (০.৪৭%)	
৮।	সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনঃনির্মাণ	*৫২৬৪.২৫*	জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০১৯	২৯৭৬.৪৭ (৫৬.৫৪%)	
৯।	ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্তসংগ্রহ	*১৫৯৩.৭৪*	এপ্রিল ২০১৭ –জুন২০১৯	১৫৮২ (৯৯.২৬%)	
১০।	মংলা হতে চাঁদপুর- মাওয়া- গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন	৯৫৬০০	*জুলাই ২০১৭* - জুন ২০২৫	৩৬৯০৩.৪১ (৩৮.৬০%)	
১১।	বালাশী বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ	১৪২৬০	জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯	৫১২৬.৭৬ (৩৫.৯৫%)	
১২।	খুলনা, নরসিংদি, বরগুনার বন্দর সুবিধাদি আধুনিকায়ন এবং গলাচিপা, মংলা, মেঘনা, সুনামগঞ্জ, টেকেরঘাট, ঘোড়াশাল, কাঁচপুর, ভৈরব, দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দর	৪৮৯.৭৭	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯	৪৮৮ (৯৯.৬৩%)	

	উন্নয়নের নিমিত্ত সম্ভব্যতা সমীক্ষা				
১৩।	চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপে, টেকনাফের সুবরাং-জলিয়ার দ্বীপে এবং কক্সবাজারের সুনাদিয়া দ্বীপে জেটি এবং অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত বিস্তারিত ডিজাইন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৪৭৬.০৬	ফেব্রুয়ারি ২০১৮- জুন ২০১৯	৪৭১.২৬ (৯৮.৯৯%)	
১৪।	আশুগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।	১২৯৩০০ (৪৩১০০)	জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১	৬৪০০৬ (৪৯.৫০%)	
১৫।	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)	৮৪৮৫৫	জুলাই ২০১৮- জুন ২০২২	২৩১.৭৬ (০.২৭%)	
১৬।	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ।	৫১৩৯০	জুলাই ২০১৮- জুন২০২১	১৬১.১২ (০.৩১%)	
১৭।	৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ।	৪৪৮৯০৩.৪২	অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৩	০.৬৫ (০.০০০১৪%)	
১৮।	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার।	৪৩৭১০০.০০	সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৪	৪৯৯.৯৩ (০.১১%)	
১৯।	বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য আনুষংগিক সুবিধাদিসহ ২(দুই)টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান, ৬(ছয়)টি রিভার ক্লিনিং ভেসেলসহ বিভিন্ন ধরনের ৬১(একষট্টি) সার্ভিস জাহাজ এবং বিভিন্ন ধরনের ১৩২(একশত বত্রিশ)টি পন্টুন সংগ্রহের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রস্তাব	৪৩৫.৪১	জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯	৬৫.১৩ (০.১৪%)	
২০।	আনুষংগিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন।	১৬২৭১.১৮	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০	৩.৫ (০.০২%)	
২১।	বুড়িগংগা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভুমিতে ওয়াকওয়ে, ইকো-পার্ক ও আনুষংগিক স্থাপনা নির্মাণ (৩য় পর্যায়) এবং ঢাকা শহরের বৃত্তাকার নৌপথ নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসরণের নিমিত্ত উক্ত অংগসমূহের উন্নয়ন প্রস্তাব প্রস্তুতের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা)	৪৭৪.৭১	জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯ (ডিসেম্বর ২০১৯ প্রস্তাবিত)	-	
২২/	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান কল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৪১৩.৭৭	ডিসেম্বর ২০১৮-নভেম্বর ২০১৯	৭৪.৩২ (১৭.৯৬%)	

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উল্লেযোগ্য সাফল্যঃ

২০১৮-২০১৯ সনে অভ্যন্তরীন নৌপথের প্রায় ১৩৯.৬৩ লক্ষ ঘন মিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং এবং ৪১৫.০২ লক্ষ ঘন মিটার উন্নয়ন ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ সনে ঢাকা শহরের চারিদিকে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু এবং তুরাগ নদীর তীরভূমি হতে প্রায় ৫২৩৯ টি স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ১৪৫.৬০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে।

দক্ষ নৌকর্মী গঠনে মাদারী পুরে একটি নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি নির্মাণ করা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ-গজারিয়ায় ফেরিঘাট নির্মান করা হয়েছে।

বরগুনা জেলায় বন্যাতলী-চরশিবা ফেরিঘাট চালু করন।

বালাসী বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট নির্মান।